গোপালগঞ্জের রামশীল গ্রামটিই এখন আশ্রয়শিবির

রাজশাহী, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁওয়ের হিন্দুরা দেশ ছাড়ছে

দীপংকর গৌতম/আহম্মদ আলী খান: গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থানার রামশীল গ্রামের হিন্দু অধ্যুষিত এ গ্রামটিই এখন একটি আশ্রয় শিবির। নির্বাচনোত্তর সহিংসতার শিকার হয়ে দেশের ৩টি জেলার প্রায় ১৫ হাজার সংখ্যালঘু নারী-পুরুষ গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার রামশীল ইউনিয়নসহ অন্যান্য স্থানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। রামশীল বাজার, কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে।

অন্যদিকে, রামশীলসহ আশপাশের এলাকাবাসীর সহায়তায় রামশীল কলেজে একটি লঙ্গরখানা খোলার সিদ্ধান্ত এলাকার বিশিষ্ট জনগণ মিলে নিয়েছে বলে এলাকাবাসীর সূত্রে জানা গেছে। কোটালীপাড়ার রামশীল গ্রামটি এখন একটি আশ্রয় শিবির। এখানে আশ্রিতদের বর্ণনার বিবরণ থেকে যা জানা যায় তাতে সন্ত্রাসিদের বর্বরতা ১৯৭১ সালের বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। আশ্রিত এসব মানুষদের বাড়ি বরিশালের আগৈলঝাড়া গৌরনদী, বাগেরহাটের বিতলমারী মোল্লাহাট পিরোজপুরের নাজিরপুর। তবে এর মধ্যে সবচে' বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হচ্ছে, বরিশালের গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া। এই দুই থানায় ৫টি পরিবারের ৬ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছে। গৌরনদী ছাত্রলীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক রাসেল (২৬) ও ছাত্রলীগ কর্মি বিপুল (২৫) এর বর্ণনানুযায়ী গৌরনদীর চাঁদশী, বাহাদুরপুর, বার্থি, পিংগলাকাঠি, আশোকাঠি, চরকী বন্দর, নলচিড়া, শরিকল এবং আগৈলঝাড়া থানার বাকাল ও রাজিহার গ্রামের সংখ্যালঘুদের আওয়ামী লীগে ভোট দেয়ার অপরাধে বিএনপি ও জামাত সমর্থকরা একযোগে ধর্ষণ, চক্ষু উৎপাটন, লুটপাট গৃহে অগ্নিসংযোগ থেকে শুরু করে এমন কোনো অপরাধ নেই যে তারা করেনি। গৌরনদী ধানডোব গ্রামে দুই কিশোরীকে নারকীয়ভাবে ধর্ষণ করেছে বর্বরেরা। এই ধর্ষকদের মধ্যে একজনের নাম সজল (২৫) সে ছাত্রদল করে বলে ওই বিপন্ন পরিবারের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে। এই থানার বাটরা গ্রামের শেফালী (৩৫) পরিবার নির্যাতনের ভয়ে রামশীল চলে এসেছে। তার দুই ছেলে কোথায় আছে তা তিনি জানেন না। দুই মেয়েকে অন্যত্র পাঠিয়ে তিনি আজ রামশীলের আশ্রয় প্রার্থী।

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার আওয়ামী লীগ নেতা আঃ জব্বার মোল্লা (৪২), রাংতা গ্রামে তার বাড়িটি সন্ত্রাসিরা পুড়িয়ে দিয়েছে। পুকুরে বিষ ঢেলে মেরে ফেলেছে সব মাছ। এখন সে পথের ফকির। একই থানার কান্দিরপাড়া গ্রামের মায়া হালদার (৪৫) তার ভাতিজা জিতেন (৩০) কে চায়নিজ কুড়াল দিয়ে নির্মমভাবে জখম করা হয়েছে। হত্যার উদ্দেশে একই অবস্থার শিকার

গোবরধন গ্রামের ফিরোজ সরদার (২৫) ও কামাল (৩০)। তারা যুবলীগ করতো বলে তাদের এভাবে জখম করা হয়েছে। সন্ত্রাসিরা এদের হাসপাতালেও নিতে দেয়নি। ধানডোবা গ্রামের রাজু (২১), বকুল (৪২) এবং উজিরপুরের উত্তর মাদার কাঠি গ্রামের সুশীল শীল সব হারিয়ে রামশীলে চলে এসেছেন। সবার আশঙ্কা এখন রামশীল গ্রামও আক্রান্ত হতে পারে। রামশীলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, গত সোমবার রাতে রামশীলের ত্রিমোহী বাজারে আশ্রিত একটি দলের ওপর হামলা করতে একটি ডাকাত দল রাতে ঢুকলে গ্রামবাসীর প্রতিরোধের মুখে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এসব লোকেরা অধিকাংশই দেশ ত্যাগ করে চলে যাবার জন্যে বদ্ধপরিকর বলে এদের সঙ্গে আলাপকালে জানা গেছে।

একই অবস্থা চলছে দেশের উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী গোদাগাড়ী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনার সুজানগর, আটঘরিয়া কাশিনাথপুর, চাটমোহর ও আটঘরিয়া এলাকা নাটোরের লালপুর। গোপালপুর, সিংড়া, তাড়াশ সিরাজগঞ্জের চান্দাইকোনা, উল্লাপাড়া, শাহজাদপুর বগুড়ার নন্দীগ্রাম, জয়পুরহাটের পাঁচবিবি গাইবান্ধা, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও এলাকার হিন্দুরা দেশত্যাগ করতে শুরু করেছে, রাজশাহীতে সংখ্যালঘু হিন্দুদের সঙ্গে আদিবাসিদের বাড়িতেও হামলা চালানো হয়েছে। রাজশাহীর কমুদেবপুর ইউনিয়নের ২৫টি বাড়িতে হামলা করেছে বিএনপি সমর্থকরা তাদের নেতার উপস্থিতিতে। দুর্গাপুর ও তানোরেও হিন্দু এবং আদিবাসিদের ওপর হামলা চালানো হলে তারা মামলা পর্যন্ত করতে পারেনি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলই এখন গৌরনদী কিংবা আগৈলঝাড়ার মতো। কিন্তু একটি রামশীল নেই। তাই সংখ্যালঘু হিন্দুদের বড়ো একটি অংশ এখন ভারতমুখী কিন্তু আদিবাসিরা যাবে কোথায়? এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন এক পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ করলে তিনি বলেন, 'সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে।'